বয়সে নবীন হলেও তাক লাগাচ্ছে

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল লাগানোর কাজ চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান

বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশন।

প্রাণপ্রতিম পাল

এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের। ধীরে ধীরে কোচবিহারবাসীর কাছে উচ্চশিক্ষার বিকাশে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি আজও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ২০১০ সালের ৬ মার্চ মাথাভাঙ্গা মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রাম খলিসামারি থেকে কোচবিহারে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আওয়াজ ওঠে। সমাজসংস্কারক রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মভিটে, ওই খলিসামারি থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আওয়াজ প্রথম উঠেছিল, অতঃপর রাজ্য সরকার গোটা বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে কোচবিহারে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়।

২০১২ সালের জুলাই মাসে কোচবিহারের একটি সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXI-2012-এর অধীনে তৈরি হয় কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১২। ওই বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ডঃ ইন্দ্রজিৎ রায়। ২০১২ সালের ৬ ডিসেম্বর কোচবিহারের বিবেকানন্দ স্ট্রিটের কৃষিবীজ খামারের জমিতে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবনের নির্মাণকাজের সূচনা হয়। ওই কাজের সূচনা করেছিলেন তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী গৌতম দেব। ২০১৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে পুণ্ডিবাড়িতে অবস্থিত উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় কৃষক আবাসনে অস্থায়ীভাবে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুট তৈরি হয় ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে। পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিস্ট্রার ছিলেন দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে তিনি উপাচার্যের দায়িত্বে রয়েছেন। প্রথম পরীক্ষাসমূহের নিয়ামক পদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন অধ্যাপক অমলকুমার হোড়। ফিনান্স অফিসার ছিলেন নিরুপম ভট্টাচার্য।

শুরুতে ১১ জন শিক্ষক ও ১০ জন অশিক্ষক কর্মচারী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম শুরু হয়। প্রথমদিকে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২০০। সে সময় অস্থায়ী ক্যাম্পাসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন চলত। তার ফলে অচিরেই ক্লাসঘরের সমস্যা দেখা দেয়। শুরুতে মোট ৮টি বিষয়ে পঠনপাঠন শুরু হয়। পুণ্ডিবাড়ির উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি এবং আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজে দুটি বিষয়ের ক্লাস হত। প্রথমদিকে পড়ানো হত বাংলা, ইংরেজি, দর্শন, ইতিহাস, হিন্দি, ভূগোল, সংস্কৃত ও প্রাণীবিদ্যা। ২০১৪ সালের জুলাই মাসে প্রথম ১১ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁরাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেন। পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনমূলক বিভিন্ন কাজেও তাঁরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। একেবারে প্রথমদিকে কাজে যোগ দেওয়া ওই শিক্ষকরা হলেন– বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দিলীপকুমার রায়, ডঃ জ্যোতিপ্রসাদ রায়, ডঃ প্রণব ভট্টাচার্য ও সাবলু বর্মন। ছিলেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক অমলকুমার হোড়, ডঃ বিজয়কুমার সরকার ও বৈশালী মজুমদার। ছিলেন ইংরেজি বিভাগের ডঃ সৌনক সমাজদার ও ডঃ পিনাকী রায়, ইতিহাস বিভাগের ডঃ মাধবচন্দ্র অধিকারী ও দীপান্বিতা দাশগুপ্ত।

২০১৪ সালের ২২ মে প্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স প্রায় ৫ বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী ও আধিকারিকরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিকাশের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। পঠনপাঠনের জন্য এক্সপার্ট গ্রুপ তৈরি করে প্রতিটি বিষয়ের সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে। শুরুর দিকে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য বই কেনা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে। সেই দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য প্রায় ৩৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে।

পুণ্ডিবাড়িতে অবস্থিত উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে কোচবিহার বিবেকানন্দ স্ট্রিটের কৃষিবীজ খামারে চলে আসে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। সেটাই হয় স্থায়ী ক্যাম্পাস। ২০১৫ সালের ১৯ আগস্ট থেকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে পঠনপাঠন শুরু হয়। প্রায় ২০ একর জমির উপর কৃষিবীজ খামারে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস বানানো হয়েছে। ছাত্র আন্দোলন থেকে বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী রয়েছে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১ হাজার ২০০ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের ল্যাবরেটরি রয়েছে। সেখানে পড়ুয়ারা হাতেকলমে শিখে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হচ্ছেন।

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় নিজের পরিচিতি তৈরি করেছে উত্তরবঙ্গ সহ নিম্ন অসমেও। আরও নতুন নতুন বিষয়, যেমন সাংবাদিকতা, ফরাসি ভাষা সহ বিভিন্ন বিষয়ে পঠনপাঠন চালু করার উদ্যোগ নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে রাজবংশী ভাষার উপর সার্টিফিকেট কোর্স চালু হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স হয়েছে ৫ বছর। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই প্রশাসনিক ভবন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ভবনেই হচ্ছে প্রশাসনিক কাজকর্ম। ওই ভবনেই চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন। লাইব্রেরি অবশ্য আছে। কিন্তু নেই স্থায়ী ক্যানটিন বা স্টুডেন্ট অ্যাকটিভিটি সেন্টার। ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করতে নিত্যদিনই সমস্যায় পড়তে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক আধিকারিক সহ অশিক্ষক কর্মচারীদের। সাফল্যের মাঝে এসব কাঁটার মতো বেঁধে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

জানা গিয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের বসার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য নেই কোনো হস্টেল। কোচবিহার জেলা সহ আলিপুরদুয়ার জেলার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বহু ছাত্রছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন। হস্টেল না থাকায় অতিরিক্ত টাকা খরচ করে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হচ্ছে পড়ুয়াদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য কোনো আবাসন নেই। আধিকারিকদের জন্যও নেই। ফলে বাধ্য হয়ে ভাড়া করে থাকতে হচ্ছে তাঁদেরও। এখনও এই বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসির ১২(বি) অনুমোদন পায়নি। পরিকাঠামোগত ত্রুটির কারণেই ১২ (বি) মিলছে না বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর। ফলে ইউজিসির আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। দ্রুত এইসব সমস্যাগুলোর সমাধান হলে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও উন্নতি করবে বলে শিক্ষানুরাগী মহল আশাবাদী।

বাঁধাধরা বিষয়গুলি ছাড়াও আরও 'অফবিট' বিষয় নিয়ে পঠনপাঠনের চিন্তাভাবনা করছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাতে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়া যায়, সেই চেষ্টাতেই রত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদানে সমৃদ্ধশালী হয়েছে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। জাতীয় স্তরে নবীন এই বিশ্ববিদ্যালয় ২(এফ)–এর অনুমোদন পেয়েছে। রাজ্য সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে এই সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রায় ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আপাতত সৌরবিদ্যুতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদে সোলার প্যানেল বসানোর কাজ চলছে।

ইউজিসির অনুমোদন পাওয়ার পর রাজ্যে প্রথম কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়েই ক্রেডিট সিস্টেম পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে। ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থী যদি মাঝপথে এই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হতে চান, তবে তাঁর বছর নষ্ট হবে না। এই নবীন বিশ্ববিদ্যালয় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সারা ভারতে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০১৭ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিরোপায় যুক্ত হয়েছে দুটো বঙ্গরত্ন সম্মান। তার আগের বছর ২০১৬ সালে এসেছিল একটি শিক্ষারত্ন সম্মান। শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান ও প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিস্ট্রার তথা বর্তমান উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের দেওয়া শিক্ষারত্ন এবং বঙ্গরত্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দিলীপকুমার রায় শিক্ষকতায় অবদানের জন্য রাজ্য সরকারের দ্বারা বঙ্গরত্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিরোপায় একের পর এক যুক্ত হচ্ছে পালক। এই ধরনের সম্মানপ্রাপ্তি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে গৌরবান্বিত করেছে। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে প্রায় ৩০টি জাতীয় স্তরের সেমিনার এবং একাধিক আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেমিনারের আয়োজন করেছে। দেশ–বিদেশের অনেক অধ্যাপক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। প্রায় ১৬টি বিষয়ে পড়ানো হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান শাখার বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি আইন বিষয়েও চলছে পঠনপাঠন। বিভিন্ন বিষয়ে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে পাঠদান শুরু হয়েছে। ছাত্র–শিক্ষকের সুমধুর সম্পর্কের জেরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার পাশাপাশি নিম্ন অসমের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন।

মাত্র ৫ বছরের যাত্রায় একের পর এক রত্ন তৈরি করেছে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই নেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ২০১৪ সালে জেআরএফ পেয়ে অনেকে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পৌলোমী মোদক, মিঠুন রায়ের মতো ছাত্রছাত্রীরা নেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। অনেক পড়ুয়া বর্তমানে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন।

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে জেলার ১৫টি কলেজ। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের এক নির্দেশে ওই কলেজগুলো কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসেছে। খুব শীঘ্রই আলিপুরদুয়ার জেলার কলেজগুলোও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

২০১৫ সালের ১৯ আগস্ট এই বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজস্ব ভবনে পাঠদান শুরু করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস হবে খলিসামারিতে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস) শুরু হয়েছে ২০১৩ সাল থেকে। এনএসএসের দুটো ইউনিট রয়েছে এখানে। জেলার বিভিন্ন কলেজে ২৩টি ইউনিট রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক কাজে জাতীয় সেবা প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে বলে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনএসএস সূত্রে জানা গিয়েছে।

এই অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি, মানুষজন, তাদের আবেগ, সব স্বপ্নপূরণের দিশারি হবে এই পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই।

–দেবকুমার মুখোপাধ্যায় (উপাচার্য)

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। সমস্যাগুলো দূর করার জন্য চেষ্টাও চলছে। খুব শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজগুলো শুরু হবে।

–আবদুল কাদের সাফেলি (রেজিস্ট্রার)

প্রথমদিকে অনেক সমস্যা ছিল। এখন অবশ্য সে সবের মধ্যে অনেকগুলোরই সমাধান হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভাবছেন।

–অধ্যাপক দিলীপকুমার রায় (বাংলা বিভাগ)

খুবই ভালো লাগছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে। সকলে মিলে আস্তে আস্তে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে।

–অধ্যাপক প্রদীপকুমার কর (প্রাণীবিদ্যা বিভাগ)

শুরুর থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই সেবা করে যেতে চাই। নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে। অন্য কোথাও যেতে চাই না।

–অধ্যাপক বিজয়কুমার সরকার (দর্শন বিভাগ)

স্থায়ী অধ্যাপিকা হিসেবে ২০১৭ সালে যোগ দিয়েছি। নবীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। তবে উপাচার্য স্যার খুব সহযোগিতা করছেন।

–অধ্যাপিকা শতরূপা ঘোষ (আইন বিভাগ)

আমি প্রথম ব্যাচের ছাত্রী। নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ছড়িয়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ ছিল। শিক্ষকরাও সহযোগিতা করতেন। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষিকা।

–পৌলোমী মোদক (প্রাক্তনী)

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বহু সেমিনারের আয়োজন করা হয়। কিছুদিন হল ক্যান্টিনও চালু হয়েছে। তবে আমাদের জন্য হোস্টেল নেই বলে সমস্যা হয়।

– সৌম্যজিৎ সরকার (ছাত্র)

বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের সুন্দর পরিবেশ রয়েছে। স্যাররাও আমাদের নানাভাবে সাহায্য করছেন। সুন্দর ল্যাবরেটরি ও স্মার্ট ক্লাসরুম রয়েছে। অত্যাধুনিক হয়ে উঠছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়।

– রিমপিতা সাহা (ছাত্রী)